দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... ১ ... ২০০৫
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

একমুখী শিক্ষা এবং বহুমুখী ভাবনা

ড. ছিদ্দিকুর রহমান

একমুখী শিক্ষা এবং বহুমুখী শিক্ষা এ দেশে চালু ছিল, আছে এবং থাকবে। নতুন করে চালু করার কোন সুযোগ নেই। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত একমুখী শিক্ষার মেয়াদ ছিল ১০ বছর (প্রথম থেকে দশম শ্রেণী) এবং বহুমুখী শিক্ষা আরম্ভ হত একাদশ শ্রেণী থেকে। ১৯৬১ সাল থেকে একমুখী শিক্ষার মেয়াদ হ্রাস করে ৮ বছর করা হয় এবং নবম শ্রেণী থেকে বহুমুখী শিক্ষা চালু করা হয়। সাথে সাথে পাবলিক পরীক্ষার নাম বদল করে Matriculation এবং Intermediate কে যথাক্রমে SSC এবং HSC রাখা হয়। তখন থেকে এ দেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী এবং নবম শ্রেণী থেকে বহুমুখী শিক্ষা চলে আসছে। এখন আবার একমুখী শিক্ষার মেয়াদ ১৯৬১ সালের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সবার জন্য একমুখী শিক্ষার মেয়াদ অষ্টম শ্রেণী থেকে বাড়িয়ে দশম শ্রেণী করলে শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের বিষয়টি একেবারে অযৌক্তিক নয়। তবে আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার এখনই তা করা হলে হিতে বিপরীত হয়ে যায় কিনা!

প্রথমত, শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এক স্তরের শিক্ষা পরবর্তী স্তরের ভিত তৈরি করে। যেমন নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরের ভিত। শিক্ষাক্রমও ঐ ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই তৈরি করা হয়। বর্তমানে চালু নিম্ন-মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) মাধ্যমিক (নবম ও দশম শ্রেণী) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) স্তরের শিক্ষাক্রমও ঐ ধারাবাহিকতা রেখেই প্রস্তুত করা হয়েছে। যাকে শিক্ষাক্রমের উলম্ব বিন্যাস (vertical articulation) বলা হয়। বর্তমানে চালু নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম এমনভাবে তৈরি যে, শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণী শেষে নবম শ্রেণীতে বহুমুখী শিক্ষায় প্রবেশ করবে। আমরা নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পুরাতন শিক্ষাক্রম চালু রেখে মাঝখানে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে আমূল পরিবর্তন আনলে তার পরিণতি কী হবে ভেবে দেখা দরকার। তা শিক্ষার পশ্চাৎ ও সম্মুখ যোগসূত্র (backword and forward linkage)-কে পঙ্গু করে দেবে। শিক্ষাক্রমের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। পরিবর্তন আনতে হলে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। পর্যায়ক্রমে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম নবায়ন করতে হবে। এভাবেই একমুখী শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার যে কোন পরিবর্তন বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবর্তনটি বাস্তবায়নকারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য করতে হয় এবং বাস্তবায়নকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে তাঁদেরকে বাস্তবায়নের উপযোগী করে নিতে হয়। তা করা না হলে অনেক ভাল পদক্ষেপও বিপর্যয় ঘটায়। যথাযথ প্রস্তুতি না নিয়ে অনেক ভাল কাজ করতে গিয়ে চরম মূল্য দেওয়ার অনেক উদাহরণ আমাদের দেশে আছে। বিজ্ঞানে 'এসো নিজে করি', ইংরেজিতে 'কমিউনিকেটিভ এপ্রোচ', প্রাথমিকের বাংলায় 'চয়নিকা'র প্রবর্তন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ সবই অতি উত্তম ব্যবস্থা, কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে উন্নয়নের নামে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এসব পরিত্যাগ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরতে হয়েছে।

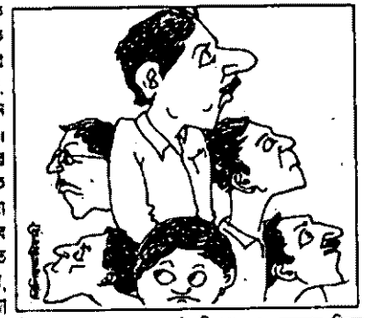

২০০৬ সাল থেকে প্রবর্তনের জন্য আমরা কি জাতির বিশেষ করে শিক্ষকগণের দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, দক্ষতা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছি। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'টিকিউআই' নামক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর প্রভাব শ্রেণীকক্ষে পৌঁছতে অন্তত দশ বছর লাগবে, এর আগেই ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ লোকবল দরকার। আমাদের কি তা আছে? আমরা কি ২০০৬ সালের পূর্বে এই লোকবল যোগান দিতে পারব? প্রায় ১৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে সাড়ে সাত হাজার বিদ্যালয় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ নেই। ঐসব বিদ্যালয়ে বি.কম পাস অর্থাৎ ব্যবসায় শিক্ষা পড়াবার কোন শিক্ষক নেই। এমতাবস্থায় ব্যবসায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় রেখে সারা দেশে একমুখী শিক্ষা চালু করা কতটা বিপদজনক ভেবে দেখা উচিত নয় কি! তাছাড়া দেড় হাজারেরও বেশি স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক ও ভৌত সুবিধাদির অভাবে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করতে পারেনি। এখন বিজ্ঞানের দুই পত্র সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হলে মানসম্মত বিজ্ঞান শিক্ষা চালু করা সম্ভব হবে!

চতুর্থত, বর্তমানে চালু পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা চার বছর (নবম-দ্বাদশ) আলাদা বিষয় হিসাবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিত শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। এরপরও এইচএসসি পাস করে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, কৃষি, ফার্মেসী, অনুজীবণ বিজ্ঞান, জিন প্রকৌশল ইত্যাদি অনেক বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে প্রস্তুতির ঘাটতির জন্য প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। চার বছরে পরও যেখানে ঘাটতি থাকে সেখান দু'বছর মেয়াদে (একাদশ-দ্বাদশ) ঐসব বিষয় আয়ত্ত করা কি যথেষ্ট হবে?

পঞ্চমত, একমুখী শিক্ষার মেয়াদ আট থেকে দশ বছর বৃদ্ধি করার পক্ষে বলা হচ্ছে যে, বর্তমানে যারা বিজ্ঞান শাখায় পড়ে তারা সমাজ বিজ্ঞান পড়ে না এবং যারা ব্যবসায় শিক্ষা বা মানবিক শাখায় পড়ে তারা বিজ্ঞান পড়ে না। তাই এসব বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করে না। কথাটি সঠিক নয়। বর্তমানে চালু ব্যবস্থায় নবম-দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার জন্য ১০০ নম্বরের সমাজ বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার জন্য ১০০ নম্বরের বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক। প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ১০০-এর পরিবর্তে ১৫০ নম্বর রাখা হয়েছে।

ষষ্ঠত, প্রস্তাবিত একমুখী ব্যবস্থায় নবম-দশম শ্রেণীতে ব্যবসায় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। এর যৌক্তিকতা কী? সবাইকে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন করা না অন্য কিছু? আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষা কি সঠিক বিষয়? আমাদের শিক্ষা কর্মবিমুখ। তাই শিক্ষার সাধারণ স্তরে কর্ম অভিজ্ঞতা (Work Experience) বিষয় বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে রাখা যেতে পারে। শ্রমের মর্যাদা এবং মনোপেশির দক্ষতা লাভের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ব্যবসায় শিক্ষা নয়, কর্ম অভিজ্ঞতা শিক্ষা অধিক উপযোগী। ব্যবস্থায় শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার বাধ্যতামূলক বিষয় না হয়ে বহুমুখী ব্যবস্থার অন্যতম শাখা হতে পারে।

সপ্তমত, ২০০৬ সালে চালু করার জন্য দ্রুততার সাথে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য যে একমুখী শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে তা মানসম্মত নয় বলেই মনে হয়েছে। এতে দেশের চাহিদা এবং যুগের চাহিদার প্রতিফলন যথাযথভাবে ঘটেনি। এর যথেষ্ট পরিমার্জন প্রয়োজন। এখানে একটি দুর্বলতা উল্লেখ না করলেই নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহকে ছয়টি ক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়েছে, যেমন-বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক, যোগাযোগমূলক, নান্দনিক, সামাজিক ও সহযোগিতামূলক, ব্যক্তিক ও শারীরিক। এখানে বিজ্ঞান সম্পর্কিত কোন ক্ষেত্র নেই। এ যুগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ইত্যাদি উপেক্ষিত! বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রে পরোক্ষ দু'টি উদ্দেশ্য থাকলেও তা কোন অবস্থাতেই যথেষ্ট নয়। সামাজিক এবং ব্যক্তিক ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সার্বিক বিবেচনায় শিক্ষাক্রমটিতে দক্ষ হাতের চিহ্ন অনুপস্থিত।

অষ্টমত, এ কথা ঠিক যে, ১৪/১৫ বছর বয়সে নবম শ্রেণীর প্রারম্ভে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে বিভাগ/শাখা নির্বাচন করার সামর্থ্য অর্জন করে না। ১৬/১৭ বছর বয়সে একাদশ শ্রেণীর প্রারম্ভে তারা তা করতে সামর্থ্য হবে তা কি করে বলি। ১৮/১৯ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ নির্বাচনে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। এ সমস্যার সমাধান প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা-নির্দেশক নিয়োগ করে নির্দেশনা সার্ভিস (Educationan counseling service) চালু করা। মেয়াদ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে এ সমস্যার খুব একটা সমাধান পাওয়া যাবে না।

শেষ কথা, সাধারণ শিক্ষার প্রান্তিক স্তর (Terminal stage of general education) নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ঐ প্রর্যন্ত শিক্ষা হবে একমুখী এবং সম্ভব হলে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। কর্মজীবন ও পরবর্তী শিক্ষার ভিত তৈরিই হবে এর মূল লক্ষ্য। ইমারতের ভিত তৈরির জন্য ভিত ৮" পুরু হবে, না ১০" পুরু হবে তা ঘটনা না গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহৃত মালামাল ও নির্মাণ কৌশল। রড, সিমেন্ট কম দিয়ে কাঁচা হাতে তৈরি ১০" পুরু ভিতের চেয়ে যথাযথ পরিমাণ রড, সিমেন্ট দিয়ে পাকা হাতে তৈরি ৮" পুরু ভিত অধিক মজবুত নয় কি?

পরীক্ষায় নকল হ্রাস শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। এখন আমাদের সর্বশক্তি ও মেধা নিয়োজিত করা প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা লাভের লক্ষ্যে পৌঁছানো। এখন যেভাবে শেখানো হয় এবং যা শেখানো হয় তা চলতে থাকলে ৮ বছর বা ১০ বছর কেন ১৫ বছরেও ভিত মজবুত করা সম্ভব নয়। শিখন-শেখানোর কলা-কৌশল ও বিষয় পরিমার্জন করে সঠিক পদ্ধতিতে এগোলে ৮ বছরেও মজবুত ভিত তৈরি করা সম্ভব। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনই হোক আজকের অগ্রাধিকার আর তা নিশ্চিত করা গেলে ভেবে-চিন্তে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে একমুখী শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধির কথা ভবিষ্যতে ভাবা যেতে পারে।

[লেখক: অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, শিক্ষাক্রম বিভাগ, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]